e -সংযোগ

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের একটি উদ্যোগ

এপ্রিল, দশম সংখ্যা

প্রধান শিক্ষিকার কলমে

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রচেষ্টায় ‘ e-সংযোগের’ দশম সংস্করণ প্রকাশিত হল। গত ২ রা এপ্রিল থেকে ২৭ শে এপ্রিল পর্যন্ত (মাঝে কয়েকদিন বাদ দিয়ে) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হল।

আমাদের বিদ্যালয়ের উপর পরীক্ষার প্রধান দায়িত্ব থাকায়, আমাদের এবারের ‘e-সংযোগ’ প্রকাশে কিছুটা দেরী হল। শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীদের সকলের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দুই-তিনজন অসুস্থ ছাত্রী ছিল, তারাও ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্টের অপেক্ষা। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রীদের, তাদের Higher Study র জন্য College ইত্যাদির বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে।

গ্রীষ্মের দাবদাহে, পুনরায় ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের কষ্টের কথা ভেবে, সরকারীভাবে গ্রীষ্মের ছুটি এগিয়ে আনা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগন পুনরায় অনলাইনে পাঠদান করবেন, ছাত্রীরা এই পাঠগ্রহনে অংশগ্রহনে করবে।
এছাড়াও ছাত্রীরা এই সময়কে কাজে লাগিয়ে, তাদের Syllabus এর পড়া এগিয়ে নেবে এবং নানা সৃষ্টিশীল কাজ ও চিন্তায় নিজেদের Engage রাখবে।

‘e-সংযোগের’ এই সংখ্যায় ‘Computer Science’ এবং ‘Computer Application’ এর বিষয়ে ছাত্রীদের সামনে গুরুত্বপূর্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন এই বিষয়ের শিক্ষিকা মিতালী দাশগুপ্ত। ২রা এপ্রিল বিশ্ব‘‘অটিজম’’ সচেতনতা দিবস। ‘অটিজম’ এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বিশেষ শিক্ষিকা সায়নী দে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনিকে। এছাড়া বিদ্যালয়ের এক শুভাকাঙ্খী আহিতাগ্নি রায়চৌধুরী(Product Designer, Illustrator) ‘Clay Modelling এর কাজ চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন Animation, Product Design’ ইত্যাদি বিষয়গুলি কোথায় কিভাবে পড়ানো হয়- এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ন তথ্য উপস্থাপন করে ছাত্রীদের অত্যন্ত উপকার করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপন এবং সংরক্ষন অত্যন্ত জরুরী। এই সংখ্যায় ‘‘ভেবে দেখতে’’ সেই বৃক্ষ সংরক্ষনের বার্তা দিয়েছেন শিক্ষিকা রুচিরা চ্যাটার্জী। আমাদের সকলের প্রচেষ্টা হবে, আমরা যে ধরিত্রী মায়ের বুকে বাস করছি, তাঁকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা

[দক্ষিণের বারান্দায় বসে কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

গত ২০১৯ সালের আগষ্ট মাসে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন কর্তৃক, কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের প্রধান ভবনটিকে 'হেরিটেজ' স্থাপত্যের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। গত ১৮ই এপ্রিল 'World Heritage Day' ছিল। ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায়, ২৮শে এপ্রিল বিদ্যালয়ের ছাত্রী-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা একত্রে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের এই ঐতিহ্যকে স্মরণ করেন।

চন্দননগর পৌরনিগমের পক্ষ থেকে মাননীয় ডেপুটি মেয়র, মাননীয় মেয়র পারিষদ (শিক্ষা) এবং মাননীয় মেয়র পারিষদ (আলো) উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সফলতর করে তুলেছিলেন, আগামীদিনে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে সবধরনের সহযোগিতায় আশ্বাস ও দেন। নারীশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে, বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, ১৯২৬ সালের ২৬শে জুন হরিহর শেঠ মহাশয়, তাঁর মায়ের নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্বোধন করতে উপস্থিত ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী সরলাদেবী চৌধুরানী। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে, দক্ষিণের বারান্দায় বসে কবিতা লিখেছিলেন, '' বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে, নামুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর পরে'', তাঁর আশীর্ব্বাদ রয়েছে বিদ্যালয়ে। এছাড়া প্রতিমাদেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, কামিনী রায়, আশাপূর্না দেবী প্রমুখ বিখ্যাত মানুষদের পদধূলি ধন্য এই বিদ্যালয়, সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে বিদ্যালয়ের ছাত্রী-শিক্ষিকা সকলেই। ২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সমন্বিতা ঘোষ (৪৮৪ নং পেয়ে) ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করে সৃজনী দত্ত (৪৮০) ও তমালি মন্ডল (৪৮০)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির কে হুগলী জেলার ''সেরা বিদ্যালয়'' সম্মান প্রদান করেন। এছাড়া ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে প্রেরণা মন্ডল, এবং ২০২০ সালে সপ্তমস্থান অধিকার করে সুহা ঘোষ। পড়াশোনা ছাড়াও অঙ্কন, খেলাধূলা, গান, নৃত্য পরিবেশন প্রভৃতিতে ছাত্রীরা তাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে, বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

১৯২৬ সালে ৫ জন শিক্ষিকা এবং ৩১ জন ছাত্রীকে নিয়ে বিদ্যালয়ের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে সেই ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৬০০। প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করতে পেরে আমিও গর্বিত। আমরা, শিক্ষিকাগন ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো-বিদ্যালয়ের এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

চন্দননগর, ব্যারাকপুরের ৭টি স্থানকে স্বীকৃতি ■ হেরিটেজ দেব সাহিত্য কুটির

হেরিটেজ তালিকায় ৯টি স্থাপত্য

[illegible]

তালিকায় যারা

► [illegible]

[illegible]

► ব্যারাকপুরের শিবশক্তি মা অন্নপূর্ণা মন্দির

১৮৭৫ সালে ১২ এপ্রিল রানি রাসমণির মেয়ে জগদম্বা দেবী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের আদলে। রামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়

► [illegible] কুঠি

[illegible]

► চন্দননগরের গোস্বামীঘাট শ্রী মন্দির, [illegible]

[illegible]

► চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির

[illegible]

[illegible]

এই সংখ্যায়

সামনে জীবন তৈরী হও:-

কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব ও কেরিয়ার নিয়ে এই সংখ্যায় আলোকপাত করেছেন সহ শিক্ষিকা শ্রীমতী মিতালী দাশগুপ্ত।

স্নায়ুবিক বিকাশ-জনিত সমস্যা-র পরামর্শ:-

এই সংখ্যায় অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বিশেষ শিক্ষিকা সায়নী দে।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান:-

১৭০ বছর পর সেঞ্চাল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে দেখা যাওয়া এক বিরল পাখি-এই বিষয়ের ধারণা ছাত্রীদের মধ্যে এবারের সংখ্যায় তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রূপা ঘোষ।

বিশেষব্যক্তিত্ব ও পরশপাথর:-

"প্রকৃত শিক্ষা হৃদয় ও বোধকে শুদ্ধ করে"- এই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। লন্ডনের অভিজাত জীবনের ছেড়ে, ভারতে এসে, এদেশের শিক্ষাসংস্কারের কাজে বাকি জীবন উৎসর্গ করেন। হাজার উপহাস সহ্য করেও প্রসারিত করেছেন নারী শিক্ষার ক্ষেত্র। এবছর জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ভারতে পদার্পনের ১৭৫ তম বর্ষ সংগৃহীত তথ্য ছাত্রীদের জানানোর জন্য তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষিকা রূপা ঘোষ।একই সাথে ছাত্রীদের জীবনবোধ ও মূল্যবোধে রেখাপাত করতে মনিষীদের বাণী তাদের কাছে পৌছে দেবার চেষ্টা করেছেন।

নিজেকরি:-

এবারে 'নিজে করি' বিভাগে আমাদের শুভাকাঙ্খী প্রোডাক্ট ডিজাইনার ইলাসট্রেটর আহিতাগ্নি রায় চৌধুরী মাটি দিয়ে মজার খেলনা তৈরির নিয়মাবলী সুন্দরভাবে শিখিয়েছে।

নিয়মিত বিভাগ:-

ভেবে দেখো :- রুচিরা চ্যাটার্জী।
কমিক্স:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।

সামনে জীবন তৈরী হও

কম্পিউটার সায়েন্স , কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

মিতালী দাশগুপ্ত , সহ শিক্ষিকা

কম্পিউটার যন্ত্রটির সাথে আধুনিক জীবনযাত্রার একটা ওতপ্রোত যোগাযোগ আছে। ব্যাঙ্কিং সেক্টর থেকে রোজকার অফিস জব, চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে মহাকাশবিজ্ঞান, কার্টুন ফিল্ম, অ্যানিমেশনের বিনোদন থেকে বিজ্ঞাপনের ঝাঁ চকচকে দুনিয়া, উন্নততর প্রযুক্তি থেকে ডেস্কটপ পাবলিশিং , হাতে হাতে ঘোরা স্মার্টফোনের নেপথ্যে থাকা মোবাইল কমিউনিকেশন সিস্টেম ও দ্রুতগতির নেটওয়ার্ক থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক রোবোটিক সায়েন্স - এই যন্ত্রটির বিচরণ সর্বত্র। নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কম্পিউটার। তাই হয়তো উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়দুটি নিয়ে পড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। কারণ ভবিষ্যতে তারা কেরিয়ার নিয়ে যেই ক্ষেত্রেই অগ্রসর হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই কোন না কোন ভাবে এই যন্ত্রটিকে তাদের কাজে লাগবে।

আর উচ্চমাধ্যমিকের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্সের সিলেবাস এমনভাবে তৈরি যাতে দু বছরে এই বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে যায়।

মাধ্যমিক পাশ করার পর একাদশ শ্রেণীতে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা সায়েন্স নিতে গেলে গণিতে দক্ষ হওয়া দরকার। কারণ Computer শব্দটি এসেছে Compute থেকে যার অর্থ "to calculate" অর্থাৎ গননা করা। তাই গণিতের সাথে এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে।

তোমরা যারা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই বিষয় নিয়ে পড়তে আগ্রহী তাদের কয়েকটা ব্যাপার স্পষ্ট করে জানা দরকার –

কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন দুটি আলাদা বিষয় হিসাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ানো হয়।

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়টি নিতে পারে। কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স শুধুমাত্র সায়েন্সের ছাত্রছাত্রীরাই নিতে পারবে।

দুটি বিষয়েই 70 নম্বর থিওরি ও 30 নম্বর প্র্যাকটিকাল আছে।

দুটি বিষয়ের সিলেবাসে থিওরিতে বেসিক অফ কম্পিউটার সিস্টেম, ডিজিটাল লজিক, অপারেটিং সিস্টেম , নেটওয়ার্কিং , ডেটাবেস -এর মতো মূল ব্যাপারগুলি এক হলেও কম্পিউটার সায়েন্স-এ ডিজিটাল লজিক ও ডেটাবেস বিস্তৃতভাবে পড়তে হয়।

প্র্যাকটিকালে কম্পিউটার সায়েন্সে মূলত প্রোগ্রামিংকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অপরদিকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন -এর প্র্যাকটিকালে কিছুটা প্রোগ্রামিং থাকলেও মূলত অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়ারগুলিই এখানে বিশদভাবে পড়ানো হয়।

প্রথম থেকে গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত প্র্যাকটিকাল করলে 100 শতাংশ অবধি নম্বর পাওয়া সম্ভব।

প্রোগ্রামিং -এ দক্ষ হয়ে উঠতে গেলে তোমাদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত 4-5 টি করে প্রোগ্রামিং করতে হবে, তবেই উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলের সাথে সাথে ভবিষ্যতে একজন দক্ষ প্রোগ্রামার হয়ে ওঠার ভিত এখান থেকেই প্রস্তুত হয়ে যাবে।

থিওরির 70 নম্বরের 35 নম্বর MCQ (21) + SAQ (14) এর জন্য বরাদ্দ থাকে। তাই খুঁটিয়ে বই পড়লে এবং to the point উত্তর লেখা অভ্যাস করলে এখানে পুরো নম্বর পাওয়া সম্ভব।

আর বাকি 35 নম্বরে 5 টি 7নম্বরের বড় প্রশ্ন থাকে।

এখানে স্কেল, পেন্সিল সহযোগে পরিচ্ছন্নভাবে সার্কিট অঙ্কন, নির্ভুল ট্রুথ টেবিল লেখা ও সেখান থেকে লজিকাল এক্সপ্রেসন তৈরি করা , নেটওয়ার্ক ও ডেটাবেসে সঠিক term এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

আমার দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে দেখেছি , তোমাদের মনে এই বিষয়টি পড়ার ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে একটা জিজ্ঞাসা থাকে।

এখানে বলি , বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই এই বিষয় দুটির বই পাওয়া গেলেও তোমাদের বিষয় সংক্রান্ত term গুলি ইংরাজিতেই পড়তে ও জানতে হবে।

যাই হোক, স্বল্প পরিসরে এই লেখার মাধ্যমে চেষ্টা করলাম কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে তোমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা দিতে। আশা করি ভবিষ্যতে এই বিষয় দুটি নিয়ে পড়াশোনা করে তোমাদের চলার পথ আরও মসৃণ হয়ে উঠবে।

অটিজম নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য - বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই দিবসটি প্রতি বছর ২ এপ্রিল পালিত হয়। মূলত এদিন জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো অটিজম স্পেকটার্ম ডিসঅর্ডার আক্রান্তদের সাহায্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে সাতটি দিবস আছে, বিশ্ব অটিজম দিবস তাদের মধ্যে অন্যতম।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস 2022 থিম:-

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস 2022-এর থিম হল "সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসম্পন্ন শিক্ষা"। থিমটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেবে ও দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

অটিজম কী ?

অটিজম হচ্ছে শিশুদের স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা সম্পর্কিত একটি অবস্থা। যে সমস্যার কারনে একটি শিশুর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা হয়। চারপাশের পরিবেশ ও ব্যক্তির সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তা ইশারা ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমেও যোগাযোগের সমস্যা হয় এবং আচরণেরও পরিবর্তন হয়। মোটকথা যে সমস্যা একটি শিশুকে শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে অপূর্ণতায় পর্যবসিত করে তাকে অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার বলে।

অটিজমকে অনেকে মানসিক রোগ মনে করলেও এটি প্রধানত স্নায়ুবিক বিকাশ-জনিত সমস্যা। যে সমস্যার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি আর দশজন মানুষের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়।

অটিজম এর কারণ :-

অটিজম স্নায়ুবিকাশ জনিত একটি সমস্যা হলেও এই সমস্যার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে।

প্রাথমিক লক্ষণসমূহ:-

- শিশু যদি একা থাকতে পছন্দ করে,
- অসংলগ্ন ভাবে একই খেলা বারবার খেলে,
- অযথা হাসে,

- কোনো ভয় বা বিপদ বোঝেনা,
- চোখের দিকে তাকায়না,
- ব্যথা পেলে কাঁদেনা,
- কোনো খেলনা বা বস্তু অস্বাভাবিক পছন্দ করে,
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়না,
- হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে,
- শিশুর মানসিক অস্থিরতা বেশি থাকে।

এছাড়াও বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতা ও মনোযোগের ঘাটতি দেখা দেয়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা দেখা, শোনা, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, আলো বা স্পর্শের প্রতি অনেক সংবেদনশীল বা প্রতিক্রিয়াহীন হয়।

অন্যান্য সমবয়সী শিশুর সাথে মানিয়ে চলতেও সমস্যা দেখা যায় এবং বড়দের সাথেও মিশতে না পারা, কারো আদর নিতে বা দিতে না পারা, এমনকি কারো প্রতি আগ্রহও না থাকা এবং পরিবেশ অনুযায়ী মুখ ভঙ্গি পরিবর্তন করতে না পারা, আদর পছন্দ না করলে বা না বুঝলে, একই কাজ বারবার করে, একা একা ঘুরতে থাকে বা খেলনা ঘুরাতে থাকে, প্রশ্ন করলে উত্তর না দিয়ে একই প্রশ্ন করে, অন্যদের সাথে খেলতে বা মিশতে না চায়, নিজের চাওয়া বোঝাতে সমস্যা হয় বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে, কোনো শব্দ হলে সেদিকে সাড়া না দেয় বা জোড়ে শব্দ হলে সহ্য করতে না পারে, রুটিন পরিবর্তনের সাথে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে না পারে, শিশুকে ধরলে বা কোলে উঠতে অপছন্দ করে, তাহলে প্রাথমিক ভাবে অটিজম সন্দেহ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করলে অটিজমের অনেক জটিলতাই এড়ানো সম্ভব। সাইকোলজিক্যাল গাইডেন্স, অকুপেশনালথেরাপি, ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপি, সেনসরি ইন্টিগ্রেশন থেরাপি, স্পেশাল এডুকেশন বা বিশেষ শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে অটিজম ও এর জটিলতার চিকিৎসা সম্ভব।

অটিজম আক্রান্ত শিশুদেরও আর্লি আইডেনটিফিকেশন ও আর্লি ইন্টারভেনশন এর পরিষেবাও খুবই গুরত্বপূর্ণ। কারন শুরুতেই সমস্যা চিহ্নিতকরণ সম্ভব হলে অটিজম জটিলতা অনেকাংশে পরিহার করা সম্ভব।

অটিজমের প্রতিটি শিশুই বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে দক্ষতা থাকে। এমন অনেক শিশু আছে যারা অটিজম আক্রান্ত হলেও মাত্রা কম, তাদের অনেকেই স্বাভাবিক শিশুদের মতো লেখাপড়া করতে পারে। আবার অনেকের গাণিতিক দক্ষতা স্বাভাবিক শিশুদের থেকেও বেশি হয়ে থাকে। তাই কোনোভাবেই তাদের পিছিয়ে পড়া শিশু ভাবা যাবে না। বরং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের পাশে থাকতে হবে। তাদের অভিনব পাঠদান, বিশেষ থেরাপি এবং প্রত্যেকর আলাদা আলাদা দক্ষতা খুঁজে তাকে সে বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে হবে।

✍ সায়নী দে , বিশেষ শিক্ষিকা ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

Rare bird sighted at Senchal Wildlife Sanctuary after 170 years

Scientists of the Zoological Survey of India (ZSI) have sighted the Satyr tragopan, a rare bird also known as the crimson-horned pheasant, in the Senchal Wildlife Sanctuary in the Darjeeling hills after a gap of 170 years.

A statement issued by Dhriti Banerjee, the ZSI director, on Tuesday called the rediscovery of the Satyr tragopan after so long in the Senchal anctuary encouraging.

ZSI sources said the Satyr is found in the Singalila National Park, Darjeeling, and the Neora Valley National Park, Kalimpong.

It is classified near-threatened by the International Union for Conservation of Nature.

These birds reside in moist oak and rhododendron forests with dense undergrowth and bamboo clumps. They range from 2,400 to 4,200 metres (from sea level) in summer and 1,800 metres in winter," said a source.

In her statement, ZSI director Banerjee also said that in Senchal, they carried out a long-term study funded by the National Mission on Himalayan Studies and found 17 large and medium-sized mammals in the sanctuary area.

"A good number of melanistic (black) barking deer and common leopard have been found in the sanctuary," the source added.

According to ZSI scientists, among the species spotted in Senchal, three animals the Asiatic black bear, the common leopard and the mainland serow have been categorised as vulnerable, while three others such as the golden cat, the marbled cat and the black giant squirrel have been tagged near-threatened by the IUCN.

Some other mammal species at the Senchal sanctuary include the wild boar, the large Indian civet, the leopard cat and Malayan porcupine, said the statement issued by the ZSI.

Rupa Ghosh
Head Teacher

বিশেষ ব্যক্তিত্ব

১৮৪৮ সালের ১১ই এপ্রিল, সাতচল্লিশ বছর বয়সে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির , আইনি উপদেষ্টা হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। এ বছর তাঁর ভারতে আগমন ১৭৫তম বছরে পড়ল। ভারতে আসার একমাসের মধ্যেই বড়লাট লর্ড ডালহৌসির আদেশে তিনি সারা ভারতের শিক্ষা সংসদের সভাপতি হন। আর সেই অধিকারে নারীশিক্ষা তো বটেই, একান্ত আন্তরিকতায় ভারতের যুব সমাজকেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছেন তিনি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া রক্ষণশীল বাঙালি জনমানস তখনও ঘরের মেয়েদের প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাবেনি। মিশনারিদের চেষ্টায় মেয়েদের স্কুল তৈরী হলেও সেখানে ধর্মহানির আশঙ্কা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে বাঙালি মেয়েদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ ঘটনা। অনেক সম্মান, অসঙ্গত অপবাদকে অবহেলায় উপেক্ষা করে তাঁর স্কটিশ রক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের যাত্রাপথেকে গতিময় করেছে। সমাজপতিরা নানা ভাবে বাধা দিয়েছেন, বেথুন সাহেব নিজের প্রকল্পে অটল থেকে গিয়েছেন।

মানুষকে বিজ্ঞানসচেতন করতে, জনশিক্ষার দিগন্ত প্রসারিত করতে তিনি লিখেছেন অ্যালজেব্রার বই, কাব্য সংকলন, গ্যালিলিও ও কেপলারের মতো বিজ্ঞানীদের জীবনীও। ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আদর্শ শিক্ষাবিদের মতো বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- প্রকৃত শিক্ষা হৃদয় ও ভালবাসার বোধকে শুদ্ধ করে তোলে, একই সঙ্গে বৌদ্ধিক শক্তির উন্নয়ন ঘটায়, নীচ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। ছাত্রদের উচিত সরকারি আনুকূল্যে শিক্ষা লাভ করার পর অধীত জ্ঞান পারপার্শ্বিক মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো। এভাবেই এ দেশের চরিত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সম্ভব।

কলকাতায় মেয়েদের স্কুল তৈরি করে অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেছিলেন, সেখানে কোনরকম ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে না, মূলত মাতৃভাষায় পাঠ দেওয়া হবে। ইংরাজী- শিক্ষাও দেওয়া হবে প্রয়োজনে। শুধু লেখাপড়া নয়, তাদের শেখানো হয়েছিল হাতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, এমব্রয়ডারি, ফ্যান্সি আঁকা জোখা। যাতে মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে গৃহকর্ম নিপূণা; যোগ দেবে সম্মানজনক কর্মবৃত্তে। বেথুনের শিক্ষা ভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- ভারতীয়দের মাতৃভাষার শিক্ষার জন্য আগ্রহী করে তোলা। ছাত্রদের গণিতচর্চা, সাহিত্য ও মাতৃভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকেও তাঁর নজর ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও সঙ্কীর্ণতা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি তিনি। ধর্মের ভিত্তিতে কলকাতায় যে হিন্দু কলেজের উদ্ভব, সেখানে সব আর্থ- সামাজিক শ্রেণীর ছাত্রের শিক্ষার অধিকার দিতে বাধ্য করেছিলেন তিনি।

ভারতে এসে নারীশিক্ষার প্রসারে বেথুনের অমানষিক পরিশ্রম, উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখে অন্য সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রাজপুরুষরা তাঁকে উপহাস করতে ছাড়েননি। একদিকে নারীশিক্ষায় আন্তরিক উৎসাহ, অন্যদিকে আইনি অধ্যাদেশ সংস্কারে নৈর্ব্যক্তিক পদক্ষেপ নিয়ে নেটিভদের প্রতি অবিচার বন্ধ করতে চেয়েছেন, যেসব

চিহ্নিত হয়েছে কালা আইন নামে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, ভারতের প্রতিকূল আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে, বহু অসমাপ্ত স্বপ্নকে পিছনে ফেলে তিনি পাড়ী দিলেন অন্য পৃথিবীতে।

মৃত্যুশয্যা থেকেও তাঁর স্বপ্নের স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বার বার আকুল অনুরোধ করেছিলেন। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা সরকারি শিক্ষা প্রশাসক নন, এক মানবদরদি, নারীহিতৈষী কর্মপ্রাণ বিদেশি রাজপুরুষ, এদেশে এসে যিনি আয়ের থেকেও এ কারণে ব্যয় বেশি করেছেন। ভারতে নারী জাগরণের ইতিহাসের একটি সুদূরপ্রসারী কর্মকান্ডের সূচনা হয়েছিল বেথুন সাহেবের হাত ধরেই।

প্রধান শিক্ষিকা
শ্রীমতী রূপা ঘোষ।

পরশপাথর

১. ‘‘মনের মতো কাজ পেলে
অতিমূর্খ ও করতে পারে
যে সকল কাজকেই মনের
মতো করে নিতে পারে
সেই বুদ্ধিমান। কোনো
কাজই ছোট নয়।’’

২. ‘‘যার কথার চেয়ে
কাজের পরিমান বেশি
সাফল্য তার কাছেই এসে ধরা দেয়।
কারণ যে নদী যত গভীর
তার বয়ে যাওয়ার শব্দ তত কম।’’

স্বামী বিবেকানন্দ

নিজে করি

মাটি দিয়ে মজার খেলনা তৈরি (Clay modelling)

পুজোর আগে ঠাকুর গড়া তোমরা সকলেই দেখেছো। কিভাবে বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি কাঠামোর ওপর মাটির প্রলেপ চাপিয়ে শরীরের আদল গড়ে তোলেন কুমোরেরা। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলও অনেকেই দেখে থাকবে। তোমরা কি জানো মাটি বা মাটি সদৃশ নমনীয় পদার্থের সাহায্যে নানান আকৃতি গড়ে তোলার যে শিল্প তা চারুকলায় শুধু নয়, নানান বৈজ্ঞানিক কাজেও ব্যবহার করা হয় ?

১) মাটি পুড়িয়ে পাওয়া সেরামিক, টেরাকোটা বা পোর্সেলিন,ইত্যাদি দিয়ে থালা-বাসন, গয়নাগাটি, ফুলদানি, পুতুল, ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি হয়।

২) মাটির সাথে তৈলাক্ত পদার্থের মিশ্রণে তৈরি হয় modelling clay যা বাজারে plasticine নামে যেকোনো বইখাতার দোকানে তোমরা পাবে। তেল যেহেতু জলের মত উবে যায়না, তাই এই ধরনের মাটি বারবার ব্যবহার করা যায়। এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় animationএ, বিভিন্ন চরিত্রগুলোকে ত্রিমাত্রিক চেহারায় বাস্তবায়িত করতে। বিভিন্ন রকম ছাঁচ তৈরিতে এর জুড়ি মেলা ভার। এমনকি গাড়ি বা উড়জাহাজ বানানোর আগে সেটা কেমন দেখতে হবে বোঝানোর জন্যে এই ধরনের মাটি (industrial clay) দিয়েই তার একটি খুদে মডেল তৈরি করা হয়।

৩) পলিমার clay যা plasticineএর মতই, কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে এটিকে স্থায়ীরূপ দেওয়া যেতে পারে।

৪) কাগজকে জলে ভিজিয়ে নরম করে আরও নানান জিনিস মিশিয়ে তৈরি হয় পেপার পাল্প বা কাগজ থেকে তৈরি মাটির মতই দেখতে এক বস্তু যা দিয়েও নানান রকম মডেল ইত্যাদি বানানো হয়।

☐ তবে আজ আমরা কাজ করবো ২নং মাটি বা plasticine দিয়ে রেলগাড়ি বানাব। না, আজকালকার ইলেকট্রিক রেলগাড়ি নয়। সেই আগেকারদিনের কু ঝিকঝিক রেলগাড়ি, যেগুলোর সামনে থাকত একটা মস্ত ইঞ্জিন, তার মাথা দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরোত আর মাঝে মাঝেই কুউউউউ বলে জোরে আওয়াজ করত। তাহলে আর সময় নষ্ট না করে ঝটপট বানিয়ে ফেলা যাক, কি বল ?

মডেলটি বানাতে এই মূল আকৃতিগুলিই ব্যবহৃত হবে। এই আকৃতিগুলিকেই ছোট, বড়, পাতলা বা মোটা করে বানিয়ে পরবর্তীকালে গাড়ির বিভিন্ন অংশ তোমরা তৈরি করবে। তাই এগুলিকে ভাল করে বানাতে জানাটা জরুরি।

☐ এদের মধ্যে সমকোণী চৌপলটা বানানো একটু শক্ত। তাই এটা বানানোর পদ্ধতি একটু দেখে নাও।

প্রথমে,
খ.১ - একটি চোঙা আকৃতি বানিয়ে নাও।
খ.২ - একটি সমান তো চাপ্টা কিছু দিয়ে চোঙাটিকে উপর থেকে চেপে দাও, তাহলে সেটি খ.৩ এর মত দেখতে হবে।

(খ.১)

(খ.২)

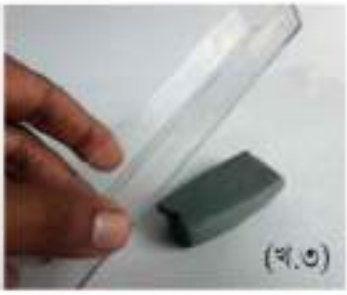
(খ.৩)

(খ.৪)

(খ.৫)

(খ.৬)

খ.৪ - এবার একটি স্কেল বা খুব সরু কিছু দিয়ে উপর থেকে আয়তাকার ভাবে দাগ কেটে দাও।

খ.৫ - একটু ধারাল (আমি কেক কাটার পাস্টিকের ছুরি ব্যবহার করেছি) কিছু দিয়ে সেই দাগ বরাবর কেটে নিলেই তোমরা খ.৬ এর মত একটি সমকোণী চৌপল পেয়ে যাবে।

☐ তাহলে সামনের ইঞ্জিন থেকে শুরু করা যাক।

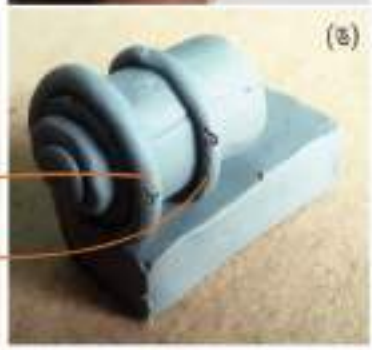

● প্রথমে ১ নং অংশের সাথে ২ নং এবং তারপর ৩ নং অংশটি জুড়ে নাও। ঠিক যেভাবে ঘ ছবিতে দেখানো আছে।

● এইবার ক ছবিতে যেরকম সমকোণী চৌপল ছবি দেওয়া আছে, সেই রকম একটি বানিয়ে তার উপর লম্ব বৃত্তাকার চোঙাকৃতি অংশটি বসিয়ে দাও ঙ ছবির মত।
(মনে রাখতে হবে যে, ১নং লম্ব বৃত্তাকার চোঙাকৃতি অংশটি যেন লম্বায় সমকোণী চৌপলটির তিনভাগের দুই ভাগ হয় আর চওড়ায় সমান)

● তারপর ৮ এবং ৯ নং অংশগুলি, ১নং অংশের চারধারে পেঁচিয়ে দাও, চ ছবির মত করে।

● এবার ৪,৫,৬ এবং ৭ নং অংশগুলি, ১নং চোঙাকৃতি অংশের ডান ও বাম দিকে ২ টি লাগিয়ে দাও চ ছবির মত।

● ৬ ও ৭ নং অংশটি ছবির অন্য দিকে রয়েছে তাই দেখতে পাচ্ছ না।

☐ ইঞ্জিন তো হল, এবার চিমনী টা বানাতে হবে, নাহলে ধোঁয়া বেরোবে কোথা দিয়ে ?

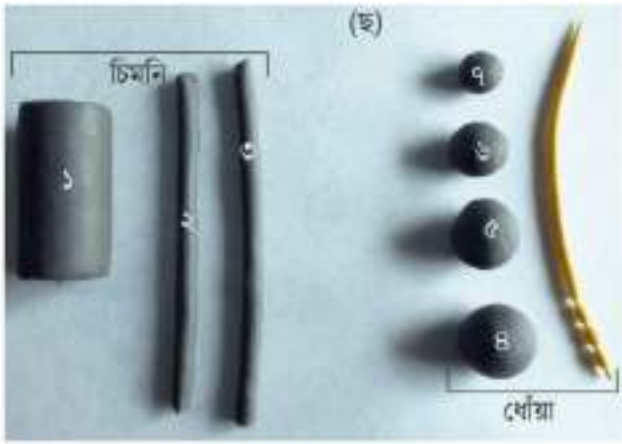

● চিমনি ও ধোঁয়া বানানোর জন্যে আগে ছ ছবিতে দেওয়া অংশ গুলো বানিয়ে নাও।

● ২ ও ৩নং অংশটা, ১নং চোঙাকৃতি চিমনির চারদিকে পেঁচিয়ে নাও জ ছবির মত করে।

চ ছবিতে দেখানো কাঠিটা কিন্তু বেঁকানোই নিতে হবে। এর বদলে সরু বেঁকানো তার নিলেও চলবে।

● ২ ও ৩নং অংশগুলি যে মাপ মত হবেই এরম কথা নেই। পেঁচানোর পর যেটুকু পরে থাকবে, কেটে দিলেই হবে।

● এবার আমাদের ঝ ছবির মত ধোঁয়া বানাতে

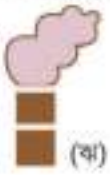

● তাই ঝ ছবিতে দেখানো চারটে বল বানিয়ে নাও আগে যেগুলোর আকৃতি বড় থেকে ছোট হবে।

● এবার ঞ ছবির মত করে বলগুলো বড় থেকে ছোট হিসেবে গেঁথে দিলেই তোমরা ধোঁয়া পেয়ে যাবে।

● আগে বানানো চিমনির সাথে ধোঁয়াটা জুড়ে নিলেই চিমনি বানানো শেষ। ধোঁয়া বানানোর সময় কাঠিটা অবশ্য করে বেঁকিয়ে নেবে, নাহলে ধোঁয়াটা যে পেছন দিকে উড়ছে সেটা বোঝানো যাবে না ঠিক করে।

□ এবার তোমরা বানাবে ইঞ্জিন-ঘর যেখান থেকে রেলগাড়ি চালানো হয়।

● এটা বানানো খুব সোজা। একটা সমকোণী চৌপল বানিয়ে তার চারপাশে দড়ির মত অংশটা (ড) ছবির মত করে পেঁচিয়ে নাও। এবার পাতলা চৌকো অংশগুলো (এগুলো হল জানালা) ঘরের দুইদিকে আটকে দিলেই ইঞ্জিন-ঘর তৈরি।

● চিমনি, চাকা আর ঘরটা জোড়া দেওয়া যাক।

● এবার রেলগাড়ির ইঞ্জিনের সামনে একটি অংশ আর লাইট বানিয়ে নাও।

•সমকোণী চৌপলের গায়ে এভাবে কোনাকুনি দাগ কেটে নাও।

• এবার দাগ বরাবর কেটে নাও।

•ছুঁচাল কিছু দিয়ে এভাবে দাগ কেটে দিতে পারো। দেখতে ভাল লাগবে।

•শুধু গোল দুটো আলো লাগালেই শেষ।

□ রেলগাড়ির ইঞ্জিন তো হল, তা যারা রেলগাড়িতে চাপবে তাদের বসার কামরা বানাবে না ? চলো সেটা বানানো যাক,

● ইঞ্জিন ঘরটা যেভাবে বানিয়েছ সেইভাবেই এটাও বানিয়ে ফেলতে পারবে।

● এবার কামরা জুড়ে দিলেই হল ইঞ্জিনের সাথে।

◘ সবই শেষ, শুধু বাকি রইল রেল লাইন, রেলগাড়িটাকে চলার রাস্তা দিতে হবে তো নাকি ?

প্রথমে এরকম তিনটে লম্বা আর সরু নলের মত বানিয়ে নাও। প্রথম দুটো রেল লাইন আর তিন নম্বরটা কেটে কেটে পরে লাইনের মাঝের ছোট অংশগুলো বানাবে।

এইবার তিন নম্বর নলটা মাপ মত কেটে কেটে কয়েকটা ছোট ছোট নল বানিয়ে নাও। এইগুলোই লাইনের মাঝের অংশগুলো।

লাইন দুটো পাশা পাশি এমন ভাবে রেখ যাতে রেলগাড়ির দুদিকের চাকার ঠিক নিচে লাইন দুটো থাকে। এইবার ছোট টুকরোগুলো ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে, সাজিয়ে ফেল।

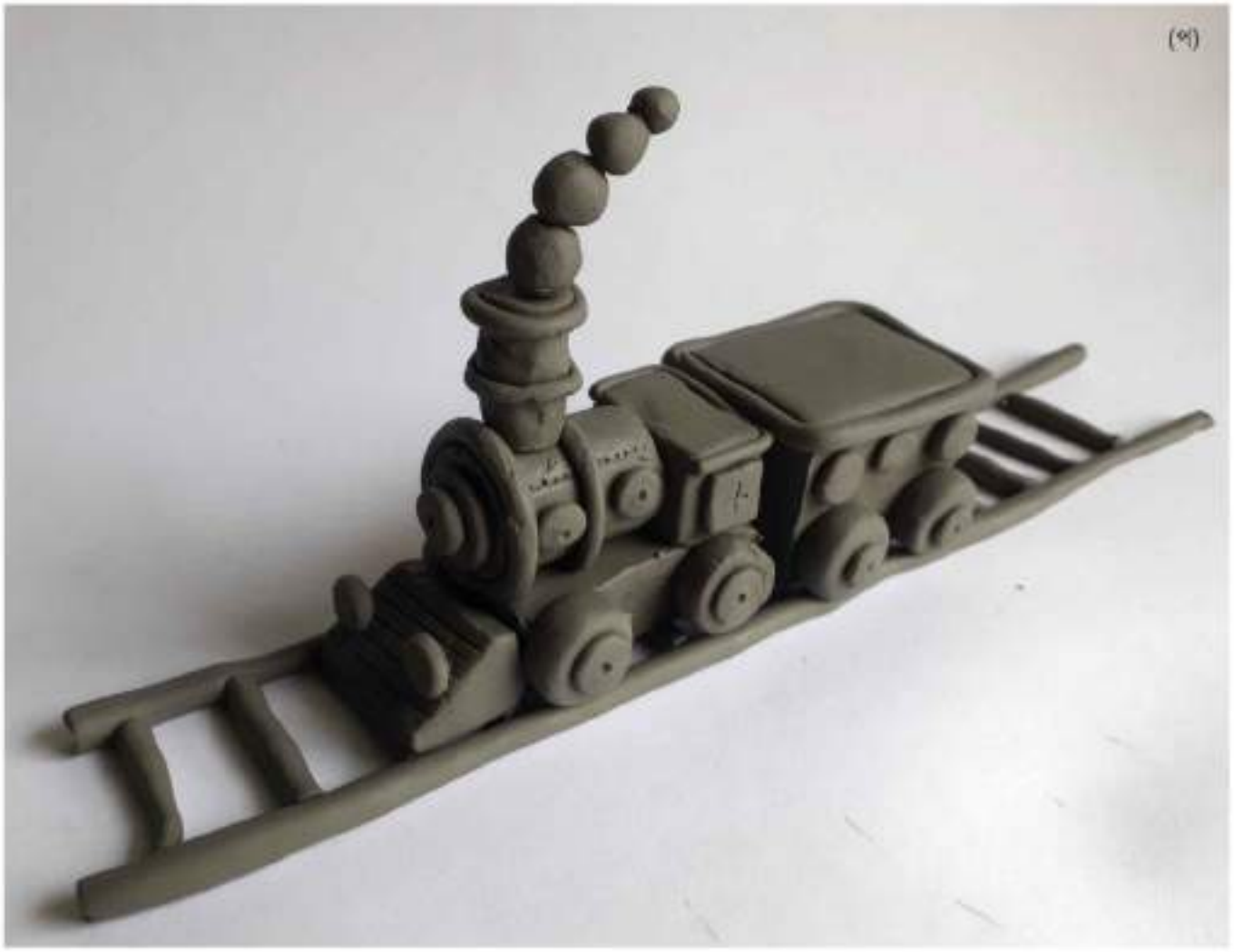

আর অপেক্ষা কিসের ? রেলগাড়িটাকে লাইনের উপর বসালেই ছুটতে শুরু করবে ।

কি পড়বে, কোথায় পড়বে

মাটি বা নানান রকম মিডিয়াম দিয়ে দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক বস্তু, মডেল ইত্যাদি গড়াকে তোমরা ভবিষ্যতে কেরিয়ার হিসেবে নিতে পারো। ভাস্কর্য তৈরি করা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারো।

ভাস্কর্য (sculpting) পড়ানো হয়-
১। বিভিন্ন আর্ট কলেজ।
২। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন (কলাভবন)।

এছাড়াও তোমরা মডেল বানাতে লাগে এমন নানান রকম ধারায় পড়াশোনা করতে পারো। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর একটি অঙ্গ হিসেবে মডেল গড়ার পাঠ মিলবে। এরকম কিছু ধারা হলো
১। Animation
2। Product Design
৩। Automobile Design
৪। Ceramic Design
৫। Pottery ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে Animation, Product Design, Automobile Design, এবং Ceramic Design পড়ানো হয় National Institute of Design (NID)(আহমেদাবাদ, গুজরাট)।

এছাড়াও Animation ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স হিসেবে পড়ানো হয় বহু প্রতিষ্ঠানে।

Product Design, Automobile Design, Ceramic Design পড়ানো হয় বিভিন্ন IIT গুলিতে।

এছাড়াও Product Design পড়ানো হয় Maeer's MIT Institute of Design (পুনে) এবং National Institute of Creative Communication (ব্যাঙ্গালোর)এ।

তবে অন্যান্য ধারার পড়াশোনার সাথে একটি বড় তফাত হলো প্রথাগত শিক্ষা বা ডিগ্রি না থাকলেও সৃজনশীলতা থাকলে নিজেকে নিজে তৈরি করে কেরিয়ার বানানো সম্ভব। সৃজনশীলতার পাশাপাশি একাগ্রতা এবং ধৈর্য খুব প্রয়োজন হয় এই ধরণের কাজগুলিতে। উচ্চ মাধ্যমিকের পরে স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে পারা যায় বা অন্য কোনো ধারায় স্নাতক হওয়ার পরে স্নাতকোত্তর স্তরেও ভর্তি হতে পারা যায়।বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বয়স বা ডিগ্রী কোনো বাধা নয়, ইচ্ছা এবং সৃজনশক্তি থাকলে যেকোনো বয়সে যেকোনো ধারায় ভর্তি হওয়া যায়। ভর্তির ক্ষেত্রে এক বা দুইটি ধাপে পরীক্ষা দিতে হয় বেশীরভাগ কলেজে। মনে রাখতে হবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভর্তি হতে গেলে নিজস্ব কিছু কাজ (আঁকা, ভাস্কর্য, লেখা বা হাতে গড়া কিছু) পোর্টফলিও আকারে পেশ করতে হয় সৃজনশীলতার প্রমাণ হিসেবে। তাই এই ধারায় পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকলে আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করা খুব জরুরী।

ভেবে দেখো

তুমি
আমার স্বজন
বসুন্ধরা
দিবসে
অঙ্গীকার

কমিক্স:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।

POCO
SHOT ON POCO M2

POCO
SHOT ON POCO M2

POCO
SHOT ON POCO M2

গত সংখ্যার উত্তর

কুইজ

বিষয় – রং

১। কালো

২। লাল

৩। সবুজ ও লাল

৪। রুশ ভাষায় এর অর্থ "সুন্দর"

৫। হলুদ

ট্যানগ্রাম

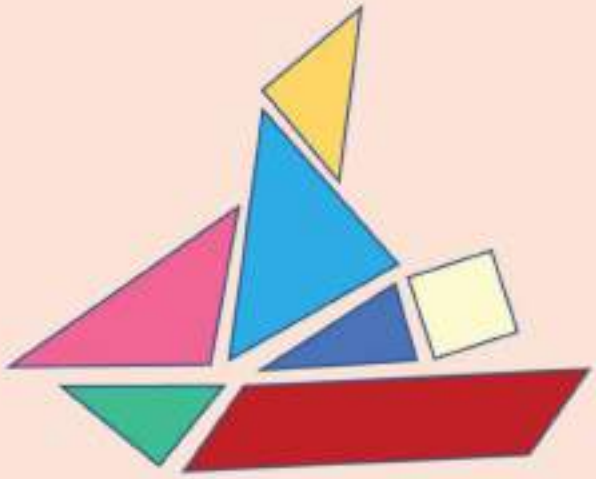

চোখ ধাঁধানো ছবির ধাঁধা

১। জুন মাসে ৩১ তারিখ থাকেনা। ক্যালেন্ডারে ভুল আছে।

২। কম্পিউটারের কী-বোর্ডে স্পেসবার বাটন টি নেই।

e- সংযোগ সম্পাদকীয় নীতি

১। সত্যতা যাচাই করা যাবে এরকম তথ্যই এখানে প্রকাশিত হবে।
২। তথ্যগুলির মাধ্যমে কোনরকম রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং বিশেষ আদর্শগত মতামতের প্রচার হবে না। এছাড়া গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় এমন কোন তথ্য বা বিষয় এখানে স্থান পাবে না।
৩। e-সংযোগ প্রকাশনায় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাজে প্রচলিত নিয়মনীতি ও আইন মেনে চলা হবে।
৪। তথ্যগুলি ভারতের জাতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সংহতি , ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্যের নীতিকে সমর্থন করবে।
৫। আগামীদিনে সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমানে প্রকাশিত বিষয়গুলির পরিবর্তন করতে পারবেন।
৬। উপরোক্ত সম্পাদকীয় নীতি অনুযায়ী লেখাই e-সংযোগ এ প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রকাশনার অন্য কোনো
নিয়মনীতি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্পাদকমন্ডলী - রূপা ঘোষ (প্রধান শিক্ষিকা), কৃষ্ণা সিং সর্দার (সহ শিক্ষিকা), মিতুল সমাদ্দার (সহ শিক্ষিকা), পারমিতা চক্রবর্ত্তী (সহ শিক্ষিকা), মধুমিতা মুখোপাধ্যায় (সহ শিক্ষিকা)